‘পোষা মুরগি খোঁয়াড়ে ঢোকানোতে কোনো কৃতিত্ব নেই’

বেগম মতিয়া চৌধুরী

বেগম মতিয়া চৌধুরী সাবেক ছাত্রনেত্রী ও সফল কৃষিমন্ত্রী। তার সময়ে সার ও ডিজেলে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় পরপর কয়েক বছর বাম্পার ফলন হয়; এতে দেশ তখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল। সৎ এবং স্পষ্টবাদী রাজনীতিক হওয়ায় তিনি ‘অগ্নিকন্যা’ পরিচিতি পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও নীতি নির্ধারকদের অন্যতম। জাতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০ মুখোমুখি হয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি বিগত সরকারের কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। আপনার সময়ে দেশে বাম্পার ফসল উৎপাদিত হয়েছিল। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল। বর্তমানে কৃষিতে নানা সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

বেগম মতিয়া চৌধুরী : প্রথমে একটু সংশোধনী দরকার। আমরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করি তখন দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, খাদ্যে উদ্বৃত্ত ছিল ২৬ লাখ টন। সরকারি গুদামে ১১ লাখ টন এবং প্রাইভেট সেক্টরে ১৫ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল। খালেদা জিয়া নিজের বক্তব্যে বলেছেন তিনি যখন (৯১-৯৬) ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন দেশে খাদ্য ঘাটতি চল্লিশ লাখ টন। আমরা এ ঘাটতি পূরণ করে ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এটা অলৌকিকভাবে সম্ভব হয়নি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা নিরলস পরিশ্রম করেছি। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেছি। যার ফলশ্রুতিতে ’৯৮ সালে বন্যার পরে আর খাদ্য ঘাটতি হয়নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাজ তদারকি করতেন। যার ফলে আমরা কাজ করতাম ভিন্ন আঙ্গিকে। আর আমি নিজে গ্রাম বাংলার মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। তাদের সুখ দুঃখটা নিজে কাছে থেকে বুঝতাম। কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আমার ওঠা-বসা ছিল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই। আমাদের মন্ত্রণালয়ে একটি টিমওয়ার্ক ছিল। একটি মনিটরিং সেল ছিল। কৃষিতে যাতে পর্যাপ্ত সার দেয়া যায়, সময়মতো বীজ দেয়া যায় তার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ কৃষি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি চমৎকার সমন্বয় ছিল। কৃষি উপদেষ্টা জনাব আনিসুজ্জামান, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, কৃষি সচিব ড. এএম শওকত আলী, কৃষি সম্প্রসারণের ডিজি এনামুল হক সবাই মিলে কাজ করে গেছি। এ সমন্বয় থাকার জন্য কৃষিতে কখনো সঙ্কট দেখা দেয়নি। ’৭৫ সালে জাতির জনক শাহাদাৎ বরণ করার পরে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলো নির্বাচনে ’৭৪-এর দুর্ভিক্ষের মিথ্যা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তা ছিল ম্যান মেইড। তাই আমার চ্যালেঞ্জ ছিল এই মিথ্যা অপবাদ দূর করা। আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সরকার গঠনের পরপর অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছিলেন খাদ্য ঘাটতি থাকা ভালো। তাহলে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে এটাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। যার ফলশ্রুতিতে বিএনপির ’৯১-’৯৬ সালের শাসন আমলে মাত্র তিন লাখটন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, সে জায়গায় আমরা ৬৬ লাখ টন বৃদ্ধি করেছি। বিএনপির সেই শাসনামলেও সারের জন্য কৃষকদের জীবন দিতে হয়েছে। এবারও হায় সার কোথায় সার বলে মাতম করতে হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টি ছিল কৃষি সেক্টরকে ডেভেলপ করা। বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে খাদ্য ঘাটতি থাকা ভালো অর্থাৎ ভিক্ষুক সুলভ মানসিকতা সেই জায়গায় এই সেক্টরে সঙ্কট সৃষ্টি হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা সেখান থেকে কমিশন খাওয়ার মানসিকতায় এই খাদ্য ঘাটতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আয়ের মানসিকতা কৃষিকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কর্মী প্রতিপালন করার জন্য তাদের পকেটে টুপাইস ঢুকানোর জন্য কৃত্রিম সার সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়েছে।

২০০০ : বর্তমানে সার সঙ্কট, বিদ্যুৎ সঙ্কট, সেচ কার্য পরিচালনার জন্য তেল সঙ্কট...

মতিয়া চৌধুরী : সরকার ইচ্ছে করে পরিকল্পিতভাবে এসব সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। যাতে করে কালোবাজারী মুনাফাখোররা বাজার নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা এবং জবাবদিহিতার অভাবের কারণে এসব

সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

২০০০ : সংসদে প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি কমিটি গঠন করে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবকে কীভাবে দেখছেন?

মতিয়া চৌধুরী : উনি এর আগেরবার '৯৬-এর আন্দোলনে বলেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক কি জিনিস জানি না, কখনো শুনিনি, বুঝি না বিভিন্ন কথা। তারপরও উনি শুনেছিলেন, জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন, এবারেও তিনি প্রথম বলেছেন কিসের সংস্কার প্রস্তাব। আবার তিনিই সংসদে কমিটি করার কথা বলেছেন। '৯৬ সালে সংসদে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করে করতেন তাহলে আজ এ সমস্যা থাকতো না। সরকার ও বিরোধী দলের সঙ্গে সেদিন আলোচনা করলে আজকের এ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতো না। প্রথমে চড়া গলায় বললেও এখন গলা নামিয়ে ফেলেছেন। আল্টিমেটলি প্রধানমন্ত্রীকে এই সংস্কার করতেই হবে। সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

২০০০ : প্রধানমন্ত্রী সংস্কার প্রস্তাব মানছে না। এ প্রস্তাব না মানলে আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার করলেন না কেন?

মতিয়া চৌধুরী : প্রথমত এ ধরনের কোনো দাবি তখনকার কোনো বিরোধী দল করে নি। দ্বিতীয়ত, প্রধান নির্বাচন কমিশনের নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধী দলের মতামত চেয়েছিলাম। একবার নয় দুবার চেয়েছিলাম। প্রথমবার তারা কোনো কথা বলেনি। দ্বিতীয়বার তারা বললেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি এটা ডিসাইড করে না। তারা তখন এ কথা বলেননি। দাবিও উঠাননি। আর এখন এটা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। সময়ের দাবি পূরণ করে প্রধানমন্ত্রীকে এ দাবি পূরণ করতেই হবে।

২০০০ : সরকারি দল সংসদে এ প্রস্তাব না মানলে কি ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি আসতে পারে বলে মনে করেন।

মতিয়া চৌধুরী : রাজনৈতিক কর্মসূচি তো ধারাবাহিকভাবে চলছেই। সরকার দাবি না মানার চেষ্টা করলে আমাদের কঠিনতম কর্মসূচিতে যেতে হবে। আল্টিমেটলি সরকারকে এ দাবি মানতেই হবে।

২০০০ : সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রী বক্তব্য রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আপনাদের সরকারের সময়ের নানা ব্যর্থতা সুনির্দিষ্টভাবে, ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। বিরোধী দলের নেত্রীর বক্তব্যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো গৎবাঁধা নিয়মে হয়েছে। আপনি উভয়ের বক্তব্যকে কিভাবে দেখছেন।

মতিয়া চৌধুরী : বিরোধী দলের নেত্রী ১০টি

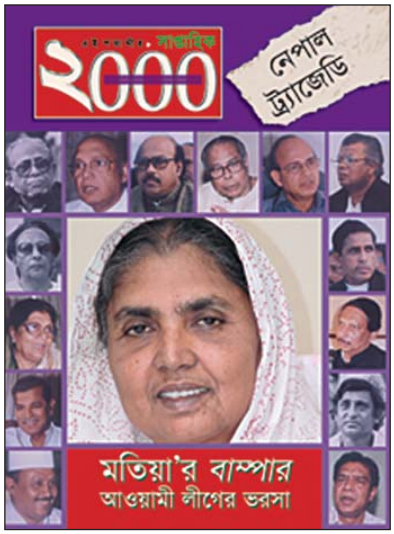

৮জুন২০০১-এ সফল মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীকে নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ

অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। এরপরেও আপনারা কীভাবে গৎবাঁধা পেলেন এটা বুঝলাম না। আর প্রধানমন্ত্রী যেটা করেছেন সেটা হলো নিজের সকল অপকর্ম ঢাকতে গিয়ে আমাদের গালাগাল করেছেন। এ গালাগালকে যদি আপনারা সুনির্দিষ্ট বলেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। চোরের মার বড় গলা এটা খালেদা জিয়ার বেলায় প্রযোজ্য। অন্যের ভুল কাজ আমার ভুলের ডিফেন্স হতে পারে না। বিশেষ করে যার উপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। খালেদা জিয়া সেটাই করার চেষ্টা করেছেন।

২০০০ : বর্তমান ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোট আগামী নির্বাচন ঘিরে প্রার্থী সিলেকশন এবং মাঠে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের ১৪ দল বেশ অগোছালো। শরিক দলের নেতাদের জন্য কতোগুলো আসন ছেড়ে দেয়া হবে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট হয়নি। এ ব্যাপারে আপনার চিন্তাধারা কী?

মতিয়া চৌধুরী : আমরা শরিক দলকে আসন ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে কাজ করছি। খালেদা জিয়া ৩০০ আসন নয় এখন পর্যন্ত অর্ধেক আসনেও প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারেনি। কয়েকটি এলাকায় গিয়ে প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে। বিভিন্ন আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী রয়েছে, গ্রুপিং চলছে। তবে সরকারি দল হিসেবে তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। আবার আমাদেরও সুযোগ নেই তা নয়। শরিক দলগুলো যতগুলো আসন চাইবে তা পর্যালোচনা করে বিজয়ী হবার সম্ভাবনা আছে, এ ধরনের আসন আমাদের ছেড়ে দিতে কোনো অসুবিধা হবে না। এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করছি।

২০০০ : ১৪ দলের শরিকদের অনেক নেতাই আছে যারা আগামী নির্বাচন করতে চান তাদের অনেকেই নির্বাচনী এলাকায় যান না। অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী অবস্থায় নেই। সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের অবস্থান সুদৃঢ় ও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। এ ক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে সমন্বয় করবেন?

মতিয়া চৌধুরী : আমরা একসঙ্গে লড়বো, একসঙ্গে থাকবো একসঙ্গে বাঁচবো। এ নিয়ে আমাদের কোনো মতবিরোধ নেই। আর নির্বাচন করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা আওয়ামী লীগের নেই। টাকার প্রশ্নে বিএনপি আওয়ামী লীগের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আমরা অর্থ নিয়ে ভাবছি না। আমরা রাজনীতি নিয়ে ভাবছি। জনগণের রায় নিয়েই এগিয়ে যাবো। ১৪ দলের নেতারা অর্থনৈতিক সংগতি নেই এ অপরাধে নমিনেশন পাবেন না এটা ঠিক নয়।

টাকা কম থাকা যদি অক্ষমতা হয়, অপরাধ হয় তা হলে এ দলে আমিও পড়ে যাই। তা হলে কি আমি নির্বাচন করবো না। আপনারা রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে সততা আশা করবেন আর ইলেকশনের সময় টাকাওয়ালা লোক খুঁজবেন এটা ঠিক নয়। আমরা শরিক দলের সঙ্গে খোলামন নিয়েই কাজ করছি।

২০০০ : আপনারা যারা বিরোধী দলে থাকেন তারা একটি সরকারের শুরু থেকেই পদত্যাগ করার দাবি করেন। সরকারের ব্যর্থতা জনগণ বুঝে ওঠার আগেই আপনারা আন্দোলনে নামেন। এ ধরনের আন্দোলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকে না। যে কারণে আন্দোলন সফল হয়নি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

মতিয়া চৌধুরী : সরকার কোনো ভুল করলে বিরোধীদল চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সরকার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে পাল্টা রিয়্যাকশন হিসেবে বিরোধী দল কর্মসূচি দেয়। এটা বিশ্বে যেসব দেশে গণতন্ত্র আছে তার সব দেশেই হচ্ছে। পাশের প্রতিবেশী ভারতে আমাদের চেয়ে বেশি হচ্ছে। এটা বাংলাদেশে যে খুব বেশি হচ্ছে তা ঠিক নয়। বিরোধী দল সব সময় চায় জনগণ তাদের সঙ্গে থাকুক। এর প্রক্রিয়ায়ই নানা কর্মসূচি দেয়। সরকার বিরোধী আন্দোলনে না থাকলে বিরোধী দল অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। কাজেই বিরোধী কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে।

২০০০ : যে ক্ষেত্রে সরকারি দলের সহযোগিতা করলে দেশের উন্নয়ন হয়।

মতিয়া চৌধুরী : সরকারি দলের মূল কাজ যখন বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করা, হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ জেল জুলুম নির্যাতন যখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার সে জায়গায় সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তার পরেও সরকার যদি দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য কিছু ভালো কাজ করে তা হলে তাকে ভালো বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। সরকারের কোনো ভালো কাজ চোখে পড়ে না।

২০০০ : আপনারা সরকারের নানা ব্যর্থতার কথা বলছেন। এ ব্যর্থতা চিহ্নিত

করে তা থেকে উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারছেন না কেন?

মতিয়া চৌধুরী : সরকারের যে ব্যর্থতার কথা আমরা বলছি তা যদি সরকার কাটিয়ে ওঠে তাহলে ঐ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যেকোনো সরকারই যদি দায়িত্বশীল হয় তা হলে বিরোধী দলের সমালোচনা থেকে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। আর বর্তমান সরকার তো মনেই করে না দেশে কোনো সঙ্কট আছে। মনেই করে না তার কোনো ব্যর্থতা আছে। বিরোধী দলের কোনো সাজেশন গ্রহণ করার কোনো মনমানসিকতা তাদের নেই। আমরা যে সঙ্কটগুলো চিহ্নিত করি তারা টোটালি অস্বীকার করে। আমাদের কোনো কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে কি না ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে প্রমাণ করে দিয়েছি। ভুল ত্রুটি হয়নি সেটা বলবো না। আমরা পারফর্ম করে দেখিয়েছি। পরিকল্পনা এখনো আছে। আগামীতে যদি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব জনগণ দেয় তবে আমরা তা প্রয়োগ করবো।

২০০০ : দেশে সারের সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। সরকার পতনের আন্দোলন করতে গিয়ে আপনারা মহাসমাবেশ করছেন। সাধারণ মানুষের দাবি পূরণ করতে গিয়ে সমাবেশ করলেন না কেন?

মতিয়া চৌধুরী : এ অভিযোগ সত্য নয়। আমি নিজে এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এমপিসহ অনেকেই কানসাটে গিয়েছিলাম। আমাদের লং মার্চের আগেই আমরা কানসাটে গিয়েছি। তাদের সঙ্গে একত্মতা ঘোষণা করেছি। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছি। আমাদের মহাসমাবেশে কানসাটের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

২০০০ : দেশ স্বার্থ বিরোধী নাইকো, টাটা বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে সরকার চুক্তি করেছে। এ চুক্তির বিরুদ্ধে আপনাদের শরিক দলের কেউ কেউ মিছিল মিটিং সমাবেশ করছে। আপনারা এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে কথা বলছেন না কেন?

মতিয়া চৌধুরী : এ অভিযোগ সত্য নয়। নাইকো এবং টাটা উভয়ের বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে। তোফায়েল আহমেদ আমাদের সময়ে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। উনি সুনির্দিষ্টভাবে এসব চুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। আমাদের তরফ থেকেও এর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে।

২০০০ : শীর্ষ জঙ্গি নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ধরা পড়েছে। এটা সরকারের কৃতিত্ব। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

মতিয়া চৌধুরী : পোষা মুরগি খোঁয়াড়ে ঢুকানোতে কোনো কৃতিত্ব নেই। শায়খ রহমান, বাংলা ভাই বর্তমান সরকারের সৃষ্টি। তাদের সৃষ্টিকে যদি তারা ধ্বংস করতে চায় এটা কোনো কৃতিত্বের পর্যায়ে পড়ে না।

১৪ দলের নেতারা অর্থনৈতিক সংগতি নেই এ অপরাধে নমিনেশন পাবেন না এটা ঠিক নয়। টাকা কম থাকা যদি অক্ষমতা হয়, অপরাধ হয় তা হলে এ দলে আমিও পড়ে যাই। তা হলে কি আমি নির্বাচন করবো না। আপনারা রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে সততা আশা করবেন আর ইলেকশনের সময় টাকাওয়ালা লোক খুঁজবেন এটা ঠিক নয়

বিএনপি-জামায়াত এ জঙ্গিদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে যে অপরাধ এবং পাপ করেছে তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সরকার এদের গ্রেপ্তার করেছে। তাদের পাপের একটি ছোট উদাহরণ হলো ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পরে তারা বলেছিল গ্রেনেড নাকি শেখ হাসিনা ভ্যানিটিব্যাগে করে এনেছিল। যেখানে শেখ হাসিনার একটি কান চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়। আইভি রহমানসহ চব্বিশজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ৩০০ মানুষ পঙ্গুত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে সেই জায়গায়ও নির্লজ্জ মিথ্যাচার চালিয়েছে। জঙ্গি সৃষ্টি ও লালন পালনের দায় এড়ানোর জন্য এ গ্রেপ্তার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। পাপ থেকে বাঁচার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেতার ভাষণ দিয়েছে। সরকার শয়তানি বুদ্ধিতে পারদর্শী হলেও জনগণকে গাধা ভাবার অবকাশ নেই। বাড়ির পোষা মুরগি খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে ইউরেকা ইউরেকা পেয়েছি বলা ঠিক হবে না।

২০০০ : দেশে কওমি মাদ্রাসাগুলো ঘিরে জঙ্গিরা তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। কওমি মাদ্রাসা আপনাদের সময়েও বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা কওমি মাদ্রাসা ঘিরে মনিটরিং করেননি কেন?

মতিয়া চৌধুরী : কওমি মাদ্রাসা আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে আসছে। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তাদের সন্তানদের সেখানে পাঠিয়েছে। কোনো দিন এগুলোকে কেউ জঙ্গি তৎপরতার আখড়া হিসাবে ব্যবহার করেনি। এ সরকারের আমলে তাদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে কোনো কোনো মাদ্রাসাকে এসব অপকর্মের আড্ডাখানায় পরিণত করা হয়েছে। যেখানে সরকারের মন্ত্রী এমপিরা পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমানের পক্ষে গলাবাজি করেন, সেখানে মাদ্রাসাকে এসব জঘন্য কাজে ব্যবহার করা হবে সেটা আর বিচিত্র কি? আমরা জঙ্গি তৎপরতার জন্য কোনো পেট্রোনাইজ করিনি। আমাদের সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত হয়েছে, চার্জশিটও দেয়া হয়েছিল। তখন বিএনপি জঙ্গিদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। আমরা জঙ্গিদের পক্ষে অবস্থান নিইনি বরং ১০০% বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি।

২০০০ : আপনাদের জোটের শরিক নেতারা দেশের স্বার্থ বিরোধী বহুজাতিক কোম্পানি যেমন টাটা, নাইকোর আইনজীবী হিসেবে কাজ করছে। অপরদিকে তারাই কালো টাকার বিরুদ্ধে কথা বলছে। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

মতিয়া চৌধুরী : আমি আইনজীবী নই। এ প্রশ্ন আমার জন্য সঠিক হবে না।

২০০০ : সরকার বিরোধী আন্দোলন সফল হচ্ছে না। বিরোধী দলীয় নেত্রী যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাতে বিরোধী দলীয় কর্মীরা সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সরকার বিরোধী আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

মতিয়া চৌধুরী : জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব যদি সে রকম উচ্চমানের না হত তা হলে তিনি ১৪ দলের নেত্রী হতেন না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই '৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন সফল হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে, ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি, অশান্ত পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিচুক্তি- সর্বোপরি এ দেশের সাধারণ মানুষ ভোট দেবার অধিকার অর্জন করেছে। স্বৈরাচারী এরশাদ পতন আন্দোলনও তার নেতৃত্বেই হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আমি নিজে অ্যারেস্ট হয়েছিলাম। সেদিন খালেদা জিয়া অ্যারেস্ট হননি। তিনি ব্যস্ত ছিলেন নেগোশিয়েশানের মাধ্যমে বাড়ি ঘর টাকা পয়সা কি পাওয়া যায় তা নিয়ে। সুতরাং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব কি আন্দোলন কি সংগ্রামে কি দেশ পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছে। শেখ হাসিনা কখনো কারো কাছ থেকে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেননি। উভয় নেত্রীর সম্পদের হিসাব নিলে কার জাতির প্রতি মমত্ব বেশি তা বেরিয়ে আসবে। চার দলীয় জোট ক্ষমতায় এসে যেভাবে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের নির্মম অত্যাচার করেছে তা আপনারা জানেন। তার মধ্য থেকে তিনি দলকে টেনে এনে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের মাঝে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো দ্বিধা নেই। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের পতন হবে ইনশাআল্লাহ।

ছবি : **সালাহ্ উদ্দিন টিটো**